মনঝিরির বিবর্ণ জলস্রোত

©

বারোমাসি প্রকাশনী

মনঝিরির বিবর্ণ জলস্রোত

এস এম মাসউদ মোস্তফা

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

মনঝিরির বিবর্ণ জলস্রোত
এস এম মাসউদ মোস্তফা
গ্রন্থস্বত্ব@কবি
প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১
বইমেলা, ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
শাবান, ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন
অঙ্গসজ্জা : তাযকিয়া মুশতারীন, তাসনীম মুনতাসির
মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

Monjhirir Biborno Jalasrut
S M Masud Mostafa
Copyright @S M Masud Mostafa
মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২
অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :
বারোমাসি
মুদ্রাক্ষরিক : কবি

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র **: US $ 3**
ISBN: ~~978-984-98625-7-4~~

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :
www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

Monjhirir Biborno Jalasrut (Mind-flowing Tormented Waterfall)
A Collection of poems by S. M Masud Mostafa. Price 250 taka.

উৎসর্গ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ
সকল শহীদ স্মরণে,
যাঁদের আত্মোৎসর্গে
আবার মুক্ত হলো
এই দেশ।

ভূমিকা

অকস্মাৎ অপস্রিয়মাণ সময়ের স্বাদ পেলাম এস এম মাসউদ মোস্তফার *মনঝিরির বিবর্ণ জলস্রোত* নামীয় কবিতাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে। বাজারে পাওয়া রুলটানা নোটবুকে হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি। এ বস্তু ইদানীং দুর্লভ বটে। মাঝে টাইপিং মেশিনে নিজে বা সহকারী দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে; আর এখন তো সকলেই কম্পিউটার কম্পোজের সুবিধা নিয়ে থাকেন। তাঁর আগে কাগজে-কলমেই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হতো। আমার জানা মতে এখনও হাতেগোণা মানুষ হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি তৈরি করে থাকেন। প্রকাশক-মুদ্রকের তাঁতে আপত্তি থাকে না, কারণ কম্পোজ বাবদ কিছু আয় হয়; তবে পত্রিকা সম্পাদকেরা খানিক অপ্রসন্ন হন বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা যারা এই বস্তুর স্বাদ জানি, তারা আনন্দিতই হই। কেননা, গীতিকবিতা কবির আপন মনের ভাবোচ্ছ্বাস। আর কথায় আছে, 'কালি কলম মন/লেখে তিনজন'। কাজেই সেই কবিমনের সাথেও যেন সরাসরি এক যোগাযোগ ঘটে পাণ্ডুলিপি যদি হয় একান্তই কবিবরের হস্তাক্ষরে লিখিত। এ যুগে মুদ্রিত হওয়া সহজ সঙ্গতও বটে, কিন্তু রচনা ও রচয়িতার মাঝখানে একটু বা অদেখা দূরত্ব রচিত হয় বলেই মনে হয়। সবাই আমার সাথে একমত হবেন এমন আশা করি না। কেউ হয়তো *মনঝিরির বিবর্ণ জলস্রোত*-এর কবিকে অতীতে আবদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করতেও পারেন।

তা অতীতচারী কোন কবি নন? অতীতে-স্মৃতিতে পেছন ফিরে দেখার প্রবণতা সব কবির মাঝেই বিদ্যমান। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'একটি অম্লান ফটোগ্রাফ' থেকেই তাঁর শুরু। বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সকল কিছুই তো অতীতের দিকে যাত্রা করে, তাই মাসউদ বর্তমানকেও বাঁধিয়ে রাখতে চান। তাঁর অনেক কবিতাই স্বকালীন বা নিজস্ব ঘটনাপ্রবাহের তাৎক্ষণিক আলেখ্য, তবে তিনি একেবারে সন-তারিখ-স্থান উল্লেখ করে উপস্থাপন করেছেন পাঠক সমীপে।

ভবিষ্যতেও চোখ রেখেছেন কবি মাসউদ মোস্তফা। সেটি কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়-সমাজসম্পৃক্ত। কবি আচারনিষ্ট ও পুরোদস্তুর ধার্মিক। ইসলাম ধর্মের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ এসেছে তাঁর কবিতায়। কারো কারো ধারণা, ধর্ম কবিতার বিষয় হতে পারে না। এ মত গ্রহণীয় নয়। মানুষের জীবনাচরণের যেকোনো জিনিস, জীবনানুভূতির যে-কোনো ভাবই কবিতায় আসতে পারে। তবে লক্ষ্য থাকতে হবে সম্পূর্ণ মিলে কবিতা হয়ে উঠছে কিনা। মাসউদ তাঁর বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছেন। এসব কবিতায় আন্তরিকতা যেভাবে বাণীমূর্ত হয়েছে, তা বিশ্বাসী পাঠককে প্রশান্তি দেবে। সংস্কৃত-বাংলার সাথে সাথে আরবি-ফারসী শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। তবে ব্যবহৃত ধর্মীয় সব পরিভাষা সকল পাঠকের অনুভবভেদ্য হয়ে উঠছে কিনা, সে বিষয়ে কবি আরেকটু যত্নবান হলে ভালো করবেন।

কবি কথা

শিল্প-সাহিত্য মানুষের সুকুমার বৃত্তি বিকাশের অনন্য সোপান। যে কোন সার্থক সৃষ্টিতেই শিল্পীর অনিন্দ্য উচ্ছ্বাস।সৃজনশীল মানুষের মেধা মনন ও প্রজ্ঞার সমন্বিত প্রয়াসে সৃষ্ট যেকোন শিল্প, যুগের কাল পরিক্রমায় বিকীর্ণ করছে স্বস্তির টেকসই পাটাতন। কবিতাও শিল্পাঙ্গনের অনন্য এক শিল্পকলা। কবিতা হচ্ছে ভাষিক স্রোতে, নিরন্তর বহমান তরঙ্গের সুক্ষ্ম কারুকার্যখচিত মুক্তোদানার মতো ঝলমলে আলো। যে আলোর বিচ্ছুরণে বিকীর্ণ কবি, ধ্বনি শব্দ ও বাক্যের সাম্পানে নেচে বেড়ান গভীর সমতায়।

নিঃশেষে, বাস্তব ও কল্পনার মিথস্ক্রিয়ায় কবির স্বস্তির নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সৃষ্ট স্বস্তিকা, মূর্ত হয়ে ওঠে করির কবিতা ও কাব্যে, এমন সব শিল্পী ও শিল্প পিপাসুর মতো আমিও বিমুগ্ধ হই কবিতার নান্দনিক সৌন্দর্যে। প্রসঙ্গক্রমে কবিতার গঠনশৈলীর উপর রচিত, আমার একটি কবিতার ক'টি লাইন উদ্ধৃত করছি—

আমি সহসাই মেতে উঠি
ধ্বনি ও শব্দের নান্দনিক খেলায়
ইথারে বাতাসে ভেসে যাই
গভীর ভাবনার অতল সাগরে
হৃদয়ে মিশেল করি কল্পনার রঙ
অতঃপর ফিরে আসি
বিচিত্র ছন্দের মৃদু কল্লোলে ভেসে ভেসে

(কবিতার রূপকল্প ও প্রযুক্তি)

পৃথিবীর সব শিল্পীর মতো আমিও কবিতার সরোবরে একটু স্থায়ী আশ্রয় চাই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" ।

(প্রাণ/কড়ি ও কোমল)

সূচিপত্র

একটি অম্লান ফটোগ্রাফ ১৩
দ্বিধার সাম্পান ১৪
কবিতার রূপকল্প ও প্রযুক্তি ১৫
দিনে দিনে শুধু বাড়ে দেনা ১৬
সজল আঁখির কাজল বাঁক ১৭
শিল্পিত অভিমান ১৮
ব্যাগের পোস্টমর্টেম ১৯
ক্যাকটাস ২০
বনসাই ২১
পরানের গহীন শিরার ভিতর ২২
মনঝিরির বিবর্ণ জলস্রোত ২৪
জীবন্ত পোর্ট্রেট ২৫
জীর্ণ মাস্তুলে সজীব নিশান ২৭
দূর আবীরের ফাঁকে ২৯
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার ৩০
ইচ্ছে ঘুড়ি ৩১
অচিন পাখি ৩২
তাক্বওয়ার মিনার ৩৩
রহমের বৃষ্টিতে ভিজে দিও ৩৪

৩৫ সেই লোমহর্ষক উপাখ্যান
৩৭ উসওয়াতুন হাসানা
৩৯ নিস্তব্ধ ধরাতল
৪১ অফুরান স্বস্তির মিছিলে
৪২ স্মৃতির শোকসভা
৪৩ জীবন তো বহমান নদী
৪৪ শেষ কর্মদিবস
৪৬ নির্মোহ বেদনার সাইক্লোন
৪৭ আর কতদূর বদর প্রান্তর
৪৯ স্বপ্ন সিঁড়ি
৫০ নিসর্গ কন্যা কৃষ্ণচূড়া
৫১ সোনার দেশ
৫৩ হিজল তলীর বাঁক
৫৪ অম্লান জ্যোতিষ্ক
৫৬ মধ্যাহ্নে গোধূলি
৫৮ কটকায় সকাল
৫৯ ভরা মৌসুম এখন কর্ষণের
৬০ বিবর্ণতার ফ্যাকাসে রঙ
৬২ খুন রাঙা জুলাই

একটি অম্লান ফটোগ্রাফ

সেই ফটোগ্রাফটি আজো
সযত্নে ঝুলিয়ে রেখেছি
হৃদয়ের নিউক্লিয়াসে
অর্ধ-শতাব্দীর স্মৃতির আলেখ্য
কী করে যাই ভুলে

জানিতো—
কারার ঐ সুউচ্চ প্রাচীর ডিঙানোর
সাধ আছে যদিও, সাধ্য নেই আমার
তবুও বারে বারে হৃদয় খুলে খুলে দেখি
নিষ্পলক আঁখির অপলক বিস্ময়
অনুরাগের রুমালে তাই
আলতো করে মুছে দেই
শোকার্ত স্মৃতির সব ঝুলকালি

দ্বিধার সাম্পান

সেই কথাটি তোমাকে
আজো বলতে পারিনি
বলবো বলবো বলে ভাবনার সায়র নদী
কালস্রোতে ভেসে যায় দ্বিধার সাম্পান

কতোবার ভেবেছি—
ঠিক বলে দেবো একদিন
মনের বিজনে পুঞ্জিভূত অনুরাগের সরোবর
বনেদী বাগ্মীর মতো উচ্চস্বরে জানিয়ে দেবো
রাষ্ট্র করে দেবো পুরো রাষ্ট্রের সব অলিগলি

নিশ্চয়ই বলে দেবো আজ
আমার অব্যক্ত ধ্বনির পুষ্প মালিকা
মুক্তোদানার মতো ঝকঝকে অনুরাগ
সব বিসর্জনে আজ, স্বস্তি নেবো দায় মুক্তির

কবিতার রূপকল্প ও প্রযুক্তি

আমি সহসাই মেতে ওঠি
ধ্বনি ও শব্দের নান্দনিক খেলায়
ইথারে বাতাসে ভেসে যাই
গভীর ভাবনার অতল সাগরে
হৃদয়ে মিশেল করি কল্পনার রঙ
অতঃপর ফিরে আসি
বিচিত্র ছন্দের মৃদু কল্লোলে ভেসে ভেসে

দিন শেষে কান্তিমান অবয়ব নিয়ে
গুটিকয় বাক্য যখন সামনে এসে দাঁড়ায়
আমি অপলক নেত্রে তাকাই বারে বারে

দিনে দিনে শুধু বাড়ে দেনা

আজকাল প্রায়শই
বিষাদের সুর লহরি
ইথারে ভেসে আসে আমার কর্ণকুহরে
নিস্তব্ধ নিশুতি নিশি
কেঁপে ওঠে বেদনায় থরো থরো
মনের বিজনে সেই চেনা সুর আর
উদ্দাম ঊর্মিনিশান, উদ্বেলিত করেনা আমাকে

আকাশ বাতাস গ্রহ নক্ষত্র
সাগর নদী অগণন বৃক্ষতরু
সব সব অক্ষত যদিও
আমি নিত্যই ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাই
সোপকেসে সাজানো সুগন্ধী সাবানের মতো
জল আর তালুর ঘর্ষণের ফেনায় ফেনায়

দিনে দিনে শুধু বাড়ে দেনা

সজল আঁখির কাজল বাঁক

তোমাকে এক ঝলক দেখার জন্য
তোমার সামান্য সন্নিধান পাওয়ার জন্য
প্রায়শই ছুটে আসা এই শান্তিপুরে
শতকত জনতার অগণন ভ্রুকুটি এড়িয়ে
পরম তৃপ্তির দুর্নিবার স্রোতে ভেসে ভেসে
এই গাঁয়ে নিত্য আমার অকৃত্রিম অভিসার

তোমার মায়াবী চোখের কর্ণিয়ার গভীরে
কী যে অসীম অসহ্য মায়াময় স্বস্তিকা
তোমার জলের ভাঁজ রেখার মাঝে
অন্তরবির অস্ফুট হাসির ঝিলিকি

শিল্পিত অভিমান

চাঁপা ছুটেছে
চাঁপা অভিমান বক্ষে চেপে
অনুরাগের নদ নৈঃশব্দে মিশে যায়
অচেনা কোন এক সাগর মোহনায়
হৃদয়ের স্যানিটেরিয়ামে ভেসে যায় মেঘেদের ভেলা
মরম গহীনে কত রঙ কত ছবি কত্তো আঁকিবুঁকি
তবুও ভাঙেনি তোমার শিল্পিত শৈল্পিক অভিমান

জীবনের স্রোত মৃদু কল্লোলে বয়ে বয়ে যায়
মনের সেতারে টুংটাং বাজে সুরের ঝংকার
অনন্য আঁখির অনিন্দ্য সুন্দরে বিমুগ্ধ হই
অভিমানীর দুরন্ত প্রেম টগবগে ছুটে যায়
আমি মান ভাঙাতে ভাঙাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে

ব্যাগের পোস্টমর্টেম

ব্যাগের সাথে সখ্যতা আমার
সেই অনন্ত কালের
এই ধরুন; অর্ধ-শতাব্দী ছুঁই ছুঁই
লাল নীল সাদা কালো সবুজ মেরুণ
বিচিত্র রঙের অনন্য সব ব্যাগ
প্রেয়সীর দীঘল কালো কেশের মতো
ঝুলে আছে আমার গ্রীবাদেশে

জীবনের বিচিত্র চরাচরে
পাহাড় অরণ্য সায়র নদী
উত্থানে পতনে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে
সে ছিলো আমার আজন্ম হৃদয়ের সারথি
সেই ব্যাগ আজো ঝুলিয়ে রেখেছি স্কন্ধে
নব প্রেমের অসহ্য ভালোবাসার মতো করে

এই ব্যাগের ভিতর
খুউব কিচ্ছু নেই যদিও
ধরুন;

ক্যাকটাস

সুতীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাতে আঘাতে
ক্ষত-বিক্ষত আমার প্রাত্যহিক জীবন
খু-উ-ব সন্তর্পণে চলি যদিও
তীক্ষ্ণ খোঁচায় খোঁচায় বিবর্ণ হয় বুকের জমিন
মাঝে মধ্যে শোণিতের ফিনকিতে ফিনকিতে
রঙের মতো রক্তিম হয় হৃদয়ের উঠোন
আমি তখন অপলক বিস্ময়ে
নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি শুধু

আমার সামনে পিছনে ডানে বামে
সহস্র কণ্ঠকে আকীর্ণ দুর্বিষহ পিচ্ছিল পথ
কাঁটার ফাঁকে ফাঁকে ধবল বকের মতো হেঁটে হেঁটে
পেরিয়ে এসেছি জীবনের যুজন যুজন পথ
কখনো থমকে গেছি, কখনো হোঁচট খেয়ে খেয়ে
ছিটকে পড়েছি সদর রাস্তা থেকে দূরে